মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী

এ.কে.এম. আব্দুর রউফ

স্মারকগ্রন্থ

চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী

G.†K.Gg. Avãyi iDd

স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদক

কামরুন নাহার

সম্পাদনা পরিষদ

অনুপম হায়াৎ

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

মোরশেদুল ইসলাম

ড. সাজেদুল আউয়াল

মোঃ সরওয়ার আলম

মোঃ নিজামুল কবীর

প্রকাশক

প্রকল্প পরিচালক, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্রের সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনর্সংস্কারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল	:	জুন, ২০১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭
স্বত্ব	:	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রচ্ছদ	:	মোঃ মোস্তফা কামাল ভূইয়া
কম্পোজ	:	মোঃ ফজলে রাব্বী
মুদ্রণ	:	তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
মূল্য	:	১৫০.০০ টাকা

Mukti Joddha Shilpi A.K.M Abdur Rouf- Smarak Grantha, Published by Project Director, Up-gradation of Film Preservation System (2nd Revised) Project, June 2011, Bangladesh Film Archive Dhaka-1000, Bangladesh,

Price	:	Taka 150.00
ISBN	:	978-984-33-3613-2

মুখবন্ধ

মানুষের অন্যতম অনন্য সৃষ্টি - চলচ্চিত্র। সমাজের দর্পণ। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও বহন করে। আর সেজন্য চলচ্চিত্রের প্রিন্ট, নেগেটিভ, পোস্টার, স্ক্রিপ্ট, আলোকচিত্র ইত্যাদি সামগ্রী পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও সংরক্ষণ যত্নের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা আবশ্যক। এ'ক্ষেত্রে ফিল্ম আর্কাইভের ভূমিকা অগ্রগণ্য । আর বাংলাদেশে এই কাজটি যার হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে - তিনি এ.কে.এম. আব্দুর রউফ। যিনি ফিল্ম আর্কাইভের পুরোধা, প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর। এক কথায় আব্দুর রউফ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়ন ও বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছেন, চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রা ও ঐতিহ্যকে করেছেন সমুন্নত। তাঁর হাত ধরে চলচ্চিত্রে নতুন প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুক্তিযোদ্ধা - শিল্পী আব্দুর রউফের বলিষ্ঠ পদচারণা ছিল শিল্প - সংস্কৃতির অন্যান্য জগতেও। ক্যালিগ্রাফি, প্রচ্ছদ অঙ্কন , চিত্রকলা , মুদ্রা ও ডাকটিকিট ডিজাইন, চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও চর্চা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অনন্য দক্ষতা ও বিরল মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিশ্ব সভায় জনমত সৃষ্টি এবং সংবিধানের মূলকপি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার গৌরবজনক কাজটি করে তিনি দেশের ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবেন চিরকাল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ.কে.এম. আব্দুর রউফের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁর কর্মমুখর জীবন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ । "চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচিত চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের 'সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' কার্যক্রমের আওতায় চলচ্চিত্রামোদী ও আগ্রহী পাঠকের হাতে স্মারক গ্রন্থটি তুলে দেয়া হল।

স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে গুণী, সুহৃদ ও বিশিষ্ট সুধীজন স্মৃতিচারণ করে প্রবন্ধ লিখেছেন, মন্তব্য করেছেন, গ্রন্থটি সম্পাদনায় সম্পাদনা পরিষদ ও প্রধানত এর সম্পাদক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক বেগম কামরুন্নাহার – প্রত্যেকেই অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের সবার কাছে ঋণী – অশেষ কৃতজ্ঞ।

এ.কে.এম.আব্দুর রউফের বর্ণাঢ্য ও স্পন্দিত কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত এই স্মারক গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠক, চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও সুধীজনদের তেষ্টা মেটাবে বলে আশা রাখি। গ্রন্থটি পাঠকমহলে সমাদৃত হলে আমাদের সকলের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

মোঃ সরওয়ার আলম
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ,
জুন,২০১১

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের চাকরির সুদীর্ঘ পথ চলার এ পর্যায়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন আমার জন্য এক ভিন্নতর অভিজ্ঞতা। চলচ্চিত্র সংশিষ্ট মানুষের প্রতিনিয়ত পদচারণায় মুখর সরকারি এ দপ্তরটির কাজের পরিবেশ আর দশটি সরকারি দপ্তর থেকে ভিন্ন। চলচ্চিত্র, ফিল্ম ভল্ট, জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ভল্টে ফিল্মের সংগ্রহ বৃদ্ধি, ফিল্ম ক্লিনিং - এসব কিছুতেই নৈকট্য অনুভব করি চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহের কারণে, যা দায়িত্ব পালনে আমাকে অনুপ্রাণিত করে। এক ধরনের দায়বোধ তৈরি হয় চলচ্চিত্রের প্রতি। সেই দায়বোধ থেকেই এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কিউরেটর আব্দুর রউফ এর সাথে আমার পরিচয় ছিল। পরিচয়টি সরকারি কর্মপরিধিতে মোড়ানো। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমার জানার বিস্তৃতি ছিল অল্প। এখানে আসার পর তাঁর সম্পর্কে আমার জানার পরিধি বাড়ছে। তিনি ছিলেন একাধারে মুক্তিযোদ্ধা, সংবিধানের লিপিকার, কূটনীতিক, প্রচ্ছদ শিল্পী, কোরিওগ্রাফার, আমলা, আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বোপরি একজন সংস্কৃতিমনস্ক সৃষ্টিশীল মানুষ। কি বিশেষণে আখ্যায়িত করলে তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে - জানিনা। তবে তাঁর একজন উত্তরসূরী হিসেবে আমি গর্ববোধ করি।

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আব্দুর রউফ সম্পর্কে আরো জানার জন্য কথা বলেছি চলচ্চিত্র সংশিষ্টদের সঙ্গে। তাঁর হাতে শুরু করা ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন কোর্সের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে, যারা এখন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং নামি-দামী মানুষ। যখন, যেভাবেই, যে প্রসঙ্গেই তাঁর কথা এসেছে সবাই কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেছে। রাষ্ট্রও প্রদান করেছে রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদক (মরণোত্তর), যা তাঁর কাজের স্বীকৃতি।

এই কৃতী পুরুষের জীবনী নির্ভর কোন গ্রন্থ বা তথ্যচিত্র প্রকাশ না হওয়ায় একটা অপূর্ণতা ছিল। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে "চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিতকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ এসে গেল। কথা হলো তাঁর স্ত্রী শাহানারা রউফ, বন্ধু, সুহৃদ, সহকর্মী ও শুভ্যার্থীদের সাথে। ঠিক এভাবেই পটভূমি তৈরি হলো এ.কে.এম আব্দুর রউফ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের। ভেবে ভালো লাগছে, অগ্রজ এ.কে. এম আব্দুর রউফ -কে নিয়ে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস বাস্তবায়িত হয়েছে।

স্মারক গ্রন্থটিতে ৪ (চার) টি পর্ব রয়েছে। প্রথম পর্বে মুক্তিযোদ্ধা-শিল্পী এ.কে.এম আব্দুর রউফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শাহানারা রউফ বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা নিবন্ধ ও এ.কে.এম আব্দুর রউফের ব্যক্তিগত ডায়েরী এবং অ্যালবাম থেকে তথ্য নিয়ে গ্রন্থের প্রথম পর্বটি রচনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর সম্পর্কে তাঁর সুজন ও গুণীজন স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। তৃতীয় পর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনগুলো তুলে ধরা হয়েছে। শেষ পর্বে - তাঁর সম্পর্কে সুধীজনের নানা মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। স্মারক গ্রন্থটিতে বেশ কিছু ছবি আছে, যেগুলি তখনকার সময়কে ধারণ করে।

বাংলাদেশের এ কৃতী সন্তানের উপর রচিত এ স্মারক গ্রন্থটি গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করার দুঃসাহস করেছি নানা কারণে। ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও অনিবার্য কারণে নানা অপূর্ণতা থেকে গেছে। পাঠক ও সুভ্যার্থীদের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। পরবর্তীতে সংশোধন করে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের সুযোগ থাকবে।

স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পাদনা পরিষদ যথেষ্ট সহযোগীতা করেছেন। পান্ডুলিপির বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট লেখক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জনাব অনুপম হায়াৎ প্রভূত সহায়তা করেছেন। তিনি গ্রন্থটির পান্ডুলিপির বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। প্রয়োজনে সংশোধন করে দিয়েছেন। সম্পাদনা পরিষদের সহযোগীতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সাবেক মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন গ্রন্থটি প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক আব্দুস সাত্তার মিয়াজী, প্রকল্প পরিচালক মোঃ সরওয়ার আলম এবং উপ-পরিচালক (প্রকল্প) মোঃ নিজামুল কবীর-এর আন্তরিক সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সহকর্মী ফজলে রাব্বিকে - দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি স্মারক গ্রন্থের ক্রীপটি কম্পোজ করার জন্য। বিশেষ কৃতজ্ঞতা সেই সব বিশিষ্ট জনদের প্রতি, যাদের লেখা না পেলে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যেত।

পরিশেষে, পাঠকরা বইটি পড়ে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে। সফল হবে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কামরুন নাহার
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

ক.	মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ.কে.এম. আব্দুর রউফ এর জীবন ও কর্ম	০৯-৪৬
খ.	স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন	৪৭-১১৮
	আব্দুর রউফ ড. কামাল হোসেন	৪৮
	আমাদের আব্দুর রউফ কামাল লোহানী	৪৯
	ফিল্ম আর্কাইভ জন্মদাতা আজিজুর রহমান	৫১
	একজন শিল্পী আব্দুর রউফ চাষী নজরুল ইসলাম	৫৪
	শিল্পী আব্দুর রউফ বুলবন ওসমান	৫৭
	আমার চেনা আব্দুর রউফ মুস্তফা জামান আব্বাসী	৬০
	এই যে, ইনিই হচ্ছেন সেই রউফ সাহেব হারুনুর রশীদ	৬২
	ফ্লাশব্যাক আলম খোরশেদ	৬৫
	শিল্পী আব্দুর রউফ এক নান্দনিক সাধক কাজী রোজী	৭৩
	আব্দুর রউফ: শিল্পী ও মানুষ জুবাইদা গুলশান আরা	৭৬
	স্মৃতির ভুবনে: এ.কে.এম. আব্দুর রউফ বেগম মমতাজ হোসেন	৭৯
	দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ আব্দুর রউফ চিন্ময় মুৎসুদ্দী	৮১

স্মরণের ঐ বালুকা বেলায় ৮৪
সৈয়দ আবদুল আহাদ

রউফ ভাই: ব্যতিক্রমী এক মানুষের কথা ৮৯
তানভীর মোকাম্মেল

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আব্দুর রউফ

৯২ মোরশেদুল ইসলাম

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য (এ.কে.এম. আব্দুর রউফ স্মরণে)

৯৪
জী-নেসার ওসমান

তাঁর সাথে দেখা হওয়া জর“রি ছিল ৯৬
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

চলচ্চিত্রের শিক্ষাগুর“ এ.কে.এম. আব্দুর রউফ ১০৪
মো. সাজ্জাদ জহির

একজন যোদ্ধা একজন শিল্পী অনন্য এক ব্যক্তিত্ব ১১০
সৈয়দা নাদিরা মান্নান

'আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব' ১১৩
অনুপম হায়াৎ

কিউরেটর পদবীর আড়ালের মানুষটি ১১৬
কামর“ন নাহার

গ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার ১১৯ - ১৩২

ঘ. সুধীজনের ম—ব্য ১৩৩ - ১৪১

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ.কে.এম. আব্দুর রউফ

জন্ম: ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৫

মৃত্যু: ০১ এপ্রিল ২০০০

পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লালনের সংস্কার আর শিল্প সৃষ্টির প্রতি তার দুর্বার তাগিদ জ্ঞ এ দুয়ের সংঘাত সম্ভবত তাকে খুলনা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসে। প্রথম জীবনের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ থেকে আর্ট মিডিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া, এ বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা ও প্রাকটিসের ভিতর দিয়ে ধাপে ধাপে এভাবে ৫৭ বছর বয়সে পৌঁছে যান তিনি। অবশ্য এর আগে ১৯৭১ সালে তিনি লন্ডন কলেজ অব প্রিন্টিং থেকে একটি সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করেন।

গুণী এ শিল্পীর শিল্পবোধ আর সৃষ্টির অদম্য নেশা এ দেশের বইয়ের মলাট অলংকরণ, মুদ্রা অলংকরণ, প্রচারণার মতো দরকারি শিল্পসৃষ্টি থেকে শুর^ করে দেশে ও দেশের বাইরে আমাদের শিল্পকলা, ললিতকলার উপস্থাপনায় এনে দিয়েছেন নতুন মাত্রা। লালসালু, সূর্যদীঘল বাড়ীসহ ২৪০০ গ্রন্থের প্রচ্ছদ করেন তিনি। তিনি এগুলোতে সংযুক্ত করেছেন নতুন নতুন ধারণা । বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাপট রচনা ও প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান।

১৯৫৪ সালে জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সামনে থেকে ছাত্রদের সংগঠিত করে এ আন্দোলনকে বেগবান করেন। তাছাড়া জীবনধর্মী এ শিল্পী জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের ভাষা আন্দোলন ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চর্চায় সাংগঠনিকভাবে অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীনের একজন প্রিয় ছাত্র।

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর ১৯৫৮ সালে তিনি ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট ও চিত্রগ্রাহক হিসেবে ঢাকাস্থ USIS ও BIS এ সংযুক্ত হন। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেসন্স-এর ঢাকাস্থ অফিসে চিফ আর্টিস্ট হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই তার ওপর অর্পিত কাজকে যথাযথ ও সুনামের সাথে সম্পাদন করায় তিনি সবার কাছ থেকে প্রশংসা কুড়ান। ১৯৬১ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের দশমিক মুদ্রার ডিজাইন করেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদায় আর্ট ভিজ্যুয়ালাইজার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। এ সময় পোস্টার ডিজাইন, বইয়ের প্রচ্ছদ ও পেইন্টিংয়ের জন্য বহু পুরস্কার ও সার্টিফিকেট লাভ করেন।

১৯৬৪-৬৫ এর সময়ে তিনি 'আর্টিস্ট কাম লে-আউট এক্সপার্ট' হিসেবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের করাচীতে সেন্টাল গভর্মেন্টের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান। চাকরি সূত্রে তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন।

গুরু-শিষ্যের একান্ত মুহূর্ত: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী আব্দুর রউফ

১৯৭০ সালে কমার্শিয়াল আর্ট ও ডিজাইনের ওপর এক বছরের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে তিনি লন্ডন চলে যান এবং লন্ডন কলেজ অব প্রিন্টিং এ ভর্তি হন। সাফল্যের সাথে তিনি এ সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। সেখানে পাকিস্তান হাই কমিশনে 'বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' হিসেবেও কাজ করেন। তখন তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে অর্ধেক বেতন গ্রহণ করতেন। বাংলাদেশের প্রতি, এ দেশের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করেন চাকরি জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই।

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পূর্ব বাংলার আপামর জনতার মতো লন্ডন প্রবাসী বাঙালি সমাজও আশাবাদী ছিল যে, অনেক শোষণ ও বঞ্চনার পর হয়তো বাংলার মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই বেড়ে চলল উদ্বিগ্নতা। জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালে ২রা মার্চের পার্লামেন্ট অধিবেশনের তারিখ অনির্দিষ্ট কাল স্থগিত করে। এ সংবাদে বিলাতের রাস্তায় নেমে এলো সকলস্তরের প্রতিবাদি বাঙালি। এ সময়ে তিনি বিলাতের বিক্ষোভরত বাঙালি ছাত্র সমাজের সাথে ঘনিষ্টভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলেন।

বাঙালি ছাত্র সমাজের আহ্বানের পরদিন পাকিস্তান স্টুডেন্ট হাউজে বৈঠক বসলো পরবর্তী কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য। সিদ্ধান্ত হল পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। অনুরোধ জানানো হলো – বিলাতের সকল আঙ্গিনা থেকে সংগঠন

গড়ে তুলে তার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তির আন্দোলন সংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন সহকারে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে লন্ডনস্থ পাকিস্থান হাই কমিশনের সামনে হাজির হতে।

আওয়ামী লীগ সমর্থক কর্মী সুলতান শরীফ ও ওয়ালী আশরাফের অনুরোধে এবং দেশের প্রয়োজনে চাকরির মায়া ত্যাগ করে শিল্পী রউফ রাস্তায় নেমে এলেন। কিন্তু ব্যানার পোস্টার লিখবে কে? ঠিক ঐ সময়ে লন্ডনে ভালো কোনো বাংলাদেশি আর্টিস্ট না থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নিলেন এ সুকঠিন দায়িত্ব আব্দুর রউফই পালন করবেন। রাত দিন পরিশ্রম করে আব্দুর রউফ বহু পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি লিখে ও কার্টুন এঁকে সেগুলো পৌঁছে দিতেন লন্ডন প্রবাসী স্বাধীনতার ডাকে উদ্বুদ্ধ সংগ্রাম মুখর বাঙালিদের হাতে।

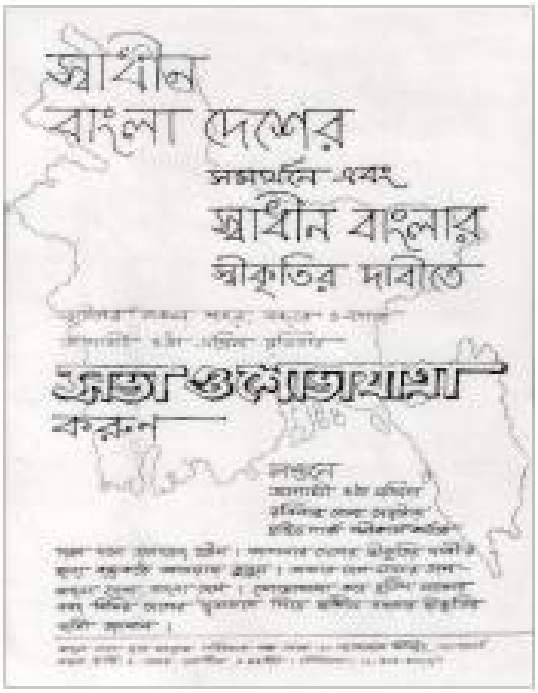

লন্ডনস্থ বাঙালিদের সংগঠিত করতে আব্দুর রউফের হস্তাক্ষরিত পোস্টার

'বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাকশন কমিটির' নেতৃত্বে ৫ই মার্চ প্রথম বারের মতো পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে প্রদর্শিত হয় বাঙালি সমাজের ঘৃণা মিশ্রিত বিক্ষোভ সভা। শিল্পী রউফের আঁকা ও লেখনিসমৃদ্ধ সুন্দর রংবেরংয়ের ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হন। সমাবেশে বাঙালি কূটনৈতিকরা প্রাণভরে শিল্পীর নানান শিল্পকর্ম উপভোগ করেন। শিল্পী রউফ পেলেন তাঁর শ্রমের সার্থকতা। সমাবেশে অনেক বাঙালি ছাত্র জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। অনেক বিদেশি নাগরিক,

সাংবাদিক এব

লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানোর
সময় আব্দুর রউফ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, মার্চ, ১৯৭১

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বাঙালিরা পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়াবে। নতুন পতাকা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় শিল্পী আব্দুর রউফকে। একদিন মাত্র সময়। অনুমানের ওপর নির্ভর করে আলোচনারভিত্তিতে পরদিন ৬ই মার্চ ৭১ এ তিনি ছোট সাইজের একটা নমুনা পতাকা তৈরি করে সংশিষ্ট সবাইকে দেখান। সবাই তাঁর নমুনা পতাকা দারুণ পছন্দ করেন। সুলতান শরীফ এই পতাকাকে বিভিন্ন সাইজের তৈরি করার দায়িত্ব নেন। ঘোষণা দেওয়া হলো, আগামী ৭ই মার্চে হাইড পার্কে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে বাংলাদেশের এই নতুন পতাকা ওড়ানো হবে। হাইড পার্কের এই জনসভায় ব্রিটেনের বহুস্থান থেকে হাজার হাজার বাঙালি উপস্থিত হন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খানের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় লন্ডনস্থ পাকিস্তান স্টুডেন্ট হোস্টেলে মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুরের সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাকশান কমিটি' গঠন ও শিল্পী রউফের তৈরি করা বাংলাদেশের পতাকা উড্ডিয়ে সকলে শপথ করেন যে, 'বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।' সেদিন যে কমিটি গঠন করা হয়, তাতে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু, ওয়ালী আশরাফ, এ.কে.নজরুল ইসলাম, সুলতান শরীফ, মহিউদ্দিন আহম্মেদ, মানিক, বুলবুল, লুৎফর রহমান, শাহজাহান খন্দকার, মোশাররফ

হোসেন, আখতার ইমান। তাঁদের সবার কাছেই শিল্পী আব্দুর রউফ 'রউফ ভাই' হিসেবে সুপরিচিত ছিল। এ 'রউফ ভাই' এর তৈরি পতাকাই প্রথম বিদেশের মাটিতে উত্তোলিত বাংলাদেশের পতাকা (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯,এপ্রিল ১৯৯৯)।

প্রতিক্রিয়া

'বিদেশের মাটিতে যিনি প্রথম পতাকা তৈরি করেছিলেন'

একেএম আবদুর রউফ

সে সময় স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে ছেয়ে গেল লন্ডনের পিচ ঢালা পথ। ক্ষোভ আর স্বাধীনতার স্পৃহাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হলো সাংগঠনিক কাঠামো। নিকষ আঁধারে আলোকবর্তিকাসম জেনেভা থেকে লন্ডন শহরে হাজির হলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। আনন্দে আত্মহারা শিল্পী রউফ ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। দিনটি ছিল ২৭শে মার্চ। লন্ডনের বাংলা পত্রিকা জনমতের সম্পাদক ওয়ালী আশরাফ ছাত্রনেতা সুলতান শরীফ ও ব্যারিস্টার মঞ্জু এবং রউফসহ সবাই আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে সাজেশন চাইলেন যে, - কীভাবে লন্ডন থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চাঙ্গা করা যায়। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সাথেই আছি। তোমরা চিন্তা কর এখন কী করা যায়।' এরপর এ.কে.এম. আব্দুর রউফসহ কয়েকজন বসে বাংলাদেশের আন্দোলনের পক্ষে এখানে জনমত গড়ে তোলার জন্য লন্ডনের বাঙালিদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

দেশ ও বিদেশের বিভি ... কিস্তান সরকারের চাকুরি

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডনে নব নির্মিত 'বাংলাদেশ দূতাবাসে'

পাকিস্তান সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগদানের সময়
এ.কে.এম. আব্দুর রউফকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

(The Workers Press, 1971, London)

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী চেয়ারম্যান, আজিজুল হক ভূঁইয়া কনভেনর এবং অন্যান্যরা সকলে এ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। এরই মধ্যে একজন ব্যবসায়ী তার ঘর ছেড়ে দিলেন এবং এখান থেকেই সিটিয়াদির কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করল।

লন্ডনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাসভবনে
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

এর মধ্যে সভা-সমিতি পোস্টার, লিফলেট, পত্রিকা, তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ শুরু হয়ে গেল। আব্দুর রউফের ওপর দায়িত্ব পড়ল যাবতীয় লিফলেট, পত্রিকা, পোস্টার আঁকাসহ একটি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের। তিনি 'বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা' নামে একটি পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজ হাতে লিখে প্রকাশ করতে শুরু করেন। পত্রিকাটি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শুক্রবার প্রকাশিত হত এবং এর ৫ হাজার কপি ছেপে তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাঠাতেন। প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশিদের মাঝে এ পত্রিকা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ পত্রিকা ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ সংবাদ সচিত্র ছাপানো হতো এই পত্রিকায়। আর এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিরা জানতে পারত বীর বাঙালির সাফল্যগাঁথা, গেরিলা যুদ্ধের অগ্রগতির কথা আর পর্যদুস্ত হানাদার বাহিনীর করুণ পরিণতির কথা। তিনি লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশন থেকে বাংলাদেশের

নানা অসুবিধার মাঝেও স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা নতুন করে সকলকে উজ্জীবিত করল ইস্পাত কঠিন ঐক্য সৃষ্টিতে। স্বাধীনতা বাঙালি জাতির হাজার বছরের স্বপ্ন। যুগে যুগে অনেক দেশ প্রেমিক জীবন দিয়েছেন এই লক্ষ্যে। নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র, মানচিত্র আর একটি পতাকার জন্য। বাঙ্গালির অবিসংবাদিত নেতা বীর পুর"ষ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ইতিহাসের প্রথম বারের মতো বাঙালি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিবে, এ কথা শিল্পী রউফ যতবার ভেবেছেন, ততবারই আবেগ আর আনন্দে শিহরণ জেগেছে তাঁর শিরায় উপ-শিরায়। এই অনুভূতিতে সিক্ত হয়েই মুক্তিযোদ্ধারা দেশ শত্র"মুক্ত করতে প্রয়োজনে মরণ বরণ করেছিলো বীরের মতো। তখন তিনি লন্ডনে বসে ভাবতেন, 'জীবন ধন্য হতো যদি রণাঙ্গনে এসে হানাদার বাহিনীর বির"দ্ধে অন্তত একটি বার সামান্যতম অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানতে পারতাম।'

আগস্ট মাসে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন খোলা হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে মিশনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ সময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন যেকোনো মূল্যের বিনিময়ে হোক যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন এই মিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন। সেখানে তখন তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ছিল। ও. কে. এম. আব্দুর রউফ ছাড়া অ

১৯৭১ সালে লন্ডনে বাংলাদেশের অস্থায়ী দূতাবাসে সর্বজনাব জিল্লুর রহমান, ফারুক আহমেদ চৌধুরী,

সৈয়দ আবদুস সুলতান ও অন্যান্যের সাথে আব্দুর রউফ

মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্যে তাঁদের কাজের মধ্যে ছিল তহবিল সংগ্রহ করা, মুক্তিযুদ্ধের ওপর বিভিন্ন স্যুভেনির বের করে এর বিনিময়ে অর্থ, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি সংগ্রহ করা। তখন লন্ডনের একটি ব্যাংকে একটি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা হয়, ঐ অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকা দিয়ে আ[illegible] মুক্তিযুদ্ধের [illegible] জিনিসপত্র কিনে পাঠানো হতো।

জনমত গঠনে মিশন কর্মকর্তা, প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় ব্রিটিশদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস

লন্ডনে প্রথম পর্যায়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের সূচনা করলেও বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পর আন্দোলনের মূল দায়িত্ব অর্পিত হয় এই কমিটির ওপর। ব্রিটেনে তখন দেড় লক্ষ বাঙালি ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তখন সবাই ছিল এক পরিবারের নিবেদিত সদস্য। আন্দোলনের সহযোগী দ্বিতীয় ধারা হিসেবে কাজ করেছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এ সকল সংগঠন ছাড়াও প্রবাসী মা-বোনেরা রাস্তায় নেমে আসেন মুক্তিযুদ্ধের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহযোগিতা দিতে। তাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। এ সংগঠনসমূহের প্রচার কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে জনাব ওয়ালী আ[illegible]হিক পত্রিকা 'জনমত' আর একটি সংগঠনে রূপ নেয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, লন্ডন থেকে প্রকাশিত শহীদ দিবস উপলক্ষে শিল্পী আব্দুর রউফের অলংকৃত পত্রিকা 'সাপ্তাহিক জনমত'-এর একাংশ

লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতো স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের সকল কার্যক্রম। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মিশন প্রধান ও স্পেশাল রিপ্রেজেন্টিভ হয়ে মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। মিশনের সরকারি কাজের তদারকি করতেন বাংলাদেশ সমর্থক কূটনীতিকগণ ও তাদের সহায়তা করতেন সমাজের সকল স্তরের সচেতন ব্যক্তিবর্গ। তবে মুভমেন্ট গতিশীল করতে মৌলিক উপকরণ নিয়ে সাহায্য করেছিলেন লন্ডনস্থ পশ্চিম ইউরোপে বসবাসকারী

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পাঠাতেন বা খোঁজখবর দিতেন। এ কাজের ফলে সংগ্রামকালীন বহুব্যক্তির সাথে তাঁর যোগাযোগ হত। অনেকে এ জন্য তাকে দোয়া জানাতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিবিসির বাংলা সংবাদ যেন মুক্তিযোদ্ধাদের ও বিশ্বের সকল বাঙালিদের স্বাধী ... াধ্যমতো কাজ করতেন। আর তা ... বাংলা সংবাদ।

লন্ডনে বিবিসির কার্যালয়ে কমল বোস, ড. কামাল হোসেন এর সাথে বাংলাদেশ দূতাবাসের সৈয়দ আবদুস সুলতান ও আব্দুর রউফ

বিবিসির বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন মি. ক্লাকহাম। এ বিভাগের কমল বোস, শ্যামল লোধ, বাংলাদেশের সিরাজুর রহমান তাঁকে সবসময়ে হাসি মুখে সহযোগিতা করতেন। আব্দুর রউফসহ আরও তিন চারজন প্রায়ই ফ্লি স্ট্রিটে লন্ডনের দৈনিক সংবাদ পত্রগুলোর দক্ষিণ-পূর্ব এ ... করতেন যেন সংবাদপত্রগুলো ... প করে।